প্র স্তা ব না

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা। এ জেলার বিশেষত্ব শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এ জেলায়। তিব্বত থেকে আগত মঙ্গল জনগোষ্ঠীর একটি শাখা টোটো উপজাতি। বিরল এই গোষ্ঠীর একমাত্র অস্তিত্ব রয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেই টোটোগ্রামে। পাহাড়ের পাদদেশে এ ধরণের সমতল ভূমি খুব কম দেখা যায়। সমস্ত গ্রামটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন পঞ্চায়েত গাঁও, মন্ডপগাঁও, সুব্বাগাঁও, মিত্রাংগাঁও, ধ্বংসী গাঁও, পূজা গাঁও ইত্যাদি। খরস্রোতা নদী তোর্সা - দুর্গম তিতি অরণ্যের প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘদিন টোটোরা লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন। সংখ্যালঘু এই উপজাতির নামানুসারে এই স্থানটিকে টোটোপাড়া বা টোটোগ্রাম নাম দেওয়া হয়েছে। মঙ্গল জনধারার এই গোষ্ঠী নৃতত্ত্ববিদদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ইতিপূর্বে এ উপজাতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত, বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী বিশেষ কোন ভাষার ধারক ও বাহক। টোটোরা টোটো ভাষার ধারক। অথচ তার লিখিত রূপ আজও পাওয়া যায়নি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তাদের সমাজ, তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে জানবার জন্য প্রথম আগ্রহী হয়েছিলেন ইংরেজরা। উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল করতে ইংরেজদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এদেশের জনসাধারণের জীবন, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাতেই জনগণনা, ভূবাসন, ভাষা জরীপ - সংক্রান্ত খবরগুলো আমরা জানতে পারি। এশিয়াটিক সোসাইটি বিভিন্ন জার্নালে, বিভিন্ন

বিষয়ে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এসব তথ্যগুলো পরবর্তী গবেষকদের 'সন্ধানী আলো' - ইংরাজীতে যাকে বলে 'Search Light', টোটোদের ভাষা সম্পর্কে এখনও কোন বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা হয়নি। D. Sunder তার ভূবাসন রিপোর্টে অন্যান্য কয়েকটি ভাষার সঙ্গে টোটো শব্দের একটি তালিকা দিয়েছিলেন। গ্রীয়ারসন তার 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আট পৃষ্ঠা ব্যাপী অন্যান্য ভাষা ও টোটো ভাষার একটি তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে চার পৃষ্ঠায় তিনি টোটো ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে বলেছেন। বাকী চার পাতায় নেওয়ারী, পাহাড়ী রং ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে টোটো শব্দের তালিকা দিয়েছেন। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তার 'The Meches and the Totos' গ্রন্থে পঞ্চম অধ্যায়ে টোটোভাষা সম্পর্কে বলেছেন। এতে টোটোভাষার উৎসগত পরিচয়, সংখ্যা-শব্দ, ব্যাকরণ প্রসঙ্গ ও নির্বাচিত শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। এদিক থেকে সান্যাল-এর কাজ মূল্যবান। অমলকুমার দাস তার 'The Totos' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে টোটো ভাষাকে উপভাষা বলেছেন এবং কিছু টোটো শব্দ দিয়েছেন। বিমলেন্দু মজুমদার 'A sociological study of the Toto Folk Tales' গ্রন্থে টোটো ভাষার কিছু ধ্বনিগত ও রূপগত ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। ডঃ সুধীর বিষ্ণু তার অপ্রকাশিত গবেষণা-পত্র 'জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষা'য় টোটো ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক দেখিয়েছেন।

টোটোদের সম্পর্কে যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় - ১৮৬৫ সালে কৃষ্ণকান্ত বোস প্রথম টোটোদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ফালাকাটা তহশীলের অধীনে লুকেপুর গ্রামে টোটোদের প্রতি তিনি প্রথম সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন টোটোদের জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ১৯০১ সালে টোটোরা ছিল মাত্র ১৭১ জন, ১৯১১ সালে ২৩৫ জন। ১৯৫১ সালে ৩১৪ জন এবং আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে সর্বশেষ জনসংখ্যা প্রায় ১০০০ জন। ১৯০৬-১৯১৬ পর্যন্ত J. Milligan - তার সার্ভে রিপোর্টে জরীপ করতে এসে টোটোদের সম্পর্কে মাত্র ২ পাতায় বক্তব্য রাখেন। এরপর বি. মুখার্জী (১৯০১ - ০৫) মাত্র ১।২ পাতায় টোটোদের সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। গ্রীয়ারসন এরপর ১৯০৯ সালে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে' অফ ইন্ডিয়া'তে টোটোভাষার একটি তালিকা

দেন। ১৯৪৭ সালে চারুচন্দ্র সান্যাল দুই একটি পত্রিকায় টোটোদের সম্বন্ধে ২।১টি অনুচ্ছেদ লেখেন। এরপর ১৯৫১ সালে A Mitra-র কলমে বেশ কিছু ভাবগম্ভীর তথ্য পাওয়াযায়। ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি জেলার তপশীলি উপজাতি আধিকারিক B.K. Roy Barman টোটোপাড়া পরিদর্শন করেন। টোটো এবং নেপালীদের মধ্যে তিনি সুসম্পর্ক লক্ষ্য করলেন। অল্প কিছুদিন তিনি এই পদে থাকা কালীন টোটোদের সম্পর্কে তিনি নানাভাবে জানতে চেয়েছেন ও জেনেছেন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে 'Dynamic of Persistance and change of a small Community the Toto' তে টোটো ভাষা সম্পর্কে কিছু Morphological দিকটি দেখিয়েছেন। এরপর P. Chakraborty এবং K. Chattopadhaya একটা অনুচ্ছেদ লেখেন যার নাম 'Some aspects of Toto Ethnography' এটি Cultural Research Institute এ একটি বুলেটিন হয়ে প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে অনেক মূল্যবান কাজ হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারনাহয়েছে মাত্র। এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র টোটো ভাষার উপর কোন গবেষণাভিত্তিক কাজ হয়নি। ডঃ সুধীর বিষ্ণু এক্ষেত্রে অনেক দূর আলোচনা করেছেন। কিন্তু এককভাবে টোটোভাষার উপর সম্পূর্ণ ভাষা সংক্রান্ত কাজ কেউ করেননি। মূলতঃ এই কারণেই টোটোভাষার সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরবার জন্যই বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের অবতারনা করা হলো। দীর্ঘ ৪ বৎসর টোটোদের কাছে বার বার গিয়ে তাদের ভাষা, বাকপদ্ধতি, শব্দভান্ডার, ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করেছি। আমরা এই গবেষনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই গবেষণা মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনার ধারাটি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। এই প্রস্তাবনা তারই প্রথম সোপান বা ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়ে টোটোদের নৃ-তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বিবরণে সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতর দিয়ে টোটোদের সম্প্রদায়গত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্রে তাদের উৎস ও অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। টোটোদের বিভিন্ন কাহিনীতে তাদের আদি ইতিহাস লুকানো আছে এটাই টোটোদের বিশ্বাস। এরকম ২।১টি লোক-কাহিনী অধ্যায়ে রয়েছে। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা টোটো সমাজ সংগঠন, জনসংখ্যা, পেশাগত ও জীবিকাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে টোটোরা কোন ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত তা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে টোটোভাষার বিশিষ্ট ধ্বনিপ্রকৃতি ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবার আগে টোটোভাষা ভোটধর্মী ভাষা পরিবারের ভোট হিমালয়ী (Tibeto - Himalayan) ভাষা সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভাষা তা বলা হয়েছে। এ ভাষা সর্বনাম বিযুক্ত (Non-Pronominalised) প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে বাইরের জগতের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে। নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে টোটোরা মঙ্গোলীয় হলেও অন্যান্য মঙ্গোল গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে টোটো ভাষার কোনও মিল নেই। তবে ভুটিয়া ভাষার সঙ্গে এদের কিছু মিল পাওয়া যায় (তা শব্দের ক্ষেত্রে)। এ ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলা ধ্বনির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার লিপির মাধ্যমে টোটো কথ্যভাষার উচ্চারণ-গত বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে - (যদিও তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব না)। যে ধ্বনিগুলোর ব্যবহার টোটোভাষা পাওয়া যায় তার মূলধ্বনি নির্ণয় উচ্চারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বিভাজ্য ধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে উচ্চারণগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিচার ও বর্গী-করণ করা হয়েছে।।

এ ছাড়াও অবিভাজ্য ধ্বনিগুলোকে শ্বাসাঘাত, সুরাঘাত, যতি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনার ভিতর দিয়ে ভাষার মৌল রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে টোটোভাষার বাক্যগঠন প্রণালী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ১টি ভাষার একদিকে যেমন ধ্বনিপ্রকৃতি অন্যদিকে তেমনি থাকে তার গঠনগত বিশিষ্টতা, এই দুই-এর সমন্বয়ে ভাষার চরিত্র গড়ে ওঠে। টোটো ভাষার বাক্যরীতিতে বাক্যের যে গঠন তাতে পদক্রম বিন্যাসের নিয়মানুসারে অসমব্যয়ী বা অযোগাত্মক (Inorganic or Isolating) বলা হয়। পদবিন্যাসের বিচিত্রতা ছাড়াও বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থান এবং বাক্যগঠনের গঠনগত (Syntactic structure) -বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের বিভিন্ন দিকের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলায় শতাধিক ভাষা পরিবার রয়েছে। বহুযুগ ধরে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমনে এই জেলার জনগণের মত ভাষাও পারস্পরিক প্রভাবে মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। যদিও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে (যা তারা বাড়ীতে পরিবার পরিজনের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যবহার করেন)- তবুও বাইরের জগতে এদের যোগাযোগের প্রধান ভাষা বাংলা, হিন্দী ও নেপালী। জলপাইগুড়ি জেলার টোটো উপজাতির বাচক সংখ্যা ১০০০-এর কাছাকাছি (খুব শীঘ্রই তা ১০০০-এ পরিণত হবে তা আশা করা যায়)। টোটোপাড়ায় টোটোদের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি নেপালী। নেপালী ভাষায় টোটোরা কথা বলতে অভ্যস্ত। এটাই তাদের প্রধান যোগাযোগের ভাষা (Lingua Franca) তথাপিও চলিত মৌখিক বাংলা ভাষার প্রভাব টোটো ভাষার উপর গভীরভাবে পড়েছে। তার কারণ -

(১) তারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

(২) প্রতিবেশী বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলছে।

(৩) কর্মক্ষেত্রে, বাইরের যোগাযোগের ভাষা নেপালী ছাড়াও বাংলা ভাষা।

(৪) সভা, সমিতিতে তারা নিজেদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন বাংলা ভাষায়।

এই সমস্ত নানা কারণে চলিত যৌথিক বাংলা ভাষা অথবা আঞ্চলিক কথ্য বাংলা, টোটো ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রথমত এ অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় কথ্য বাংলার দুটি রূপ রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাংলা এবং বাঙালী ও বরেন্দ্রী শ্রেণীর বাংলা ভাষা পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন বাক্যে এবং শব্দে সুরতরঙ্গ, শ্বাসাঘাত অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক কিনা তা আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই ভাষায় শব্দ সুরাঘাত তাৎপর্যপূর্ণ নয় কিন্তু বাক্য সুরাঘাত তাৎপর্যপূর্ণ তা দেখানো হয়েছে। টোটো ভাষার সঙ্গে চলিত যৌথিক বাংলা ভাষার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এছাড়া টোটো ভাষায় গৃহীত বাংলা শব্দের উচ্চারণে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যা প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগনের নিজস্ব উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য। ধ্বনিগত ও শব্দার্থগত দৃষ্টি-কোন থেকে উভয়রই একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বাংলার প্রভাব দেখানো হলো।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব বাক্‌বিধি বা বাক্‌পদ্ধতি থাকে। ভাষা-তাত্ত্বিকেরা ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান মূল্য দেন - 'তাদের কাছে মূল্যবান ভাষার নিয়মজাল ...' টোটো কথ্যভাষা বাক্যগঠনের উপকরণ পদবিন্যাস রীতির দিক থেকে সুকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ ভাষার কিছু মৌলিক শব্দ আছে তাছাড়াও এমন কিছু শব্দ যার এক বা একাধিক অর্থ আছে। শব্দকে তার নিজের অর্থে ব্যবহার না করে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা ইত্যাদি দিকগুলো দেখানো

হয়েছে। এছাড়া প্রবচন ও বাগধারা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, প্রত্যয়যুক্ত হয়ে নিজন্তধাতু ও নামধাতুর গঠন ও বাক্যে অব্যয়-এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। বাকপদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা শেষে এ ভাষার নিজস্ব শব্দভান্ডার-এর একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হলো। যা ইতিপূর্বে কেউ দেননি।

উপসংহারে পৌঁছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার সূত্র ধরে টোটোভাষার সম্পর্কে একথা বলা চলে যে টোটো কথ্যভাষা তিব্বত থেকে আগত এক উপভাষা যা কথ্যভাষা হয়েও ধ্বনি উচ্চারণ রীতি, বাক্যগঠন ও তার উপকরণ পদবিন্যাস রীতি দিক থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। টোটোরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। বাইরের জগত তাদের সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তথাপিও এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠন করেছে। যা তাদের ভাষাকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে। শেষে চলিত মৌখিক বাংলার সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য কথ্যভাষায় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

টোটোভাষা নিয়ে ইতিপূর্বে যারা কাজ করেছেন, কোননাকোনভাবে তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক সূত্র ও পদ্ধতি অনুসরণে আমি টোটোভাষার একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, আশা করি আমার গবেষনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

******* 0 *******